হাফিয আবদুল গনি আল মাকদিসি (রহ.) ও তাঁর উমদাতুল আহকাম গ্রন্থ : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম*

*[**Abstract:** The immense importance of the Hadith literature in Islamic Shariah is undeniable. It is preserved through the immense sacrifice of the Muhaddiths. A group of great scholars of the Ummah have dedicated themselves to the preservation of hadith. From the times of the Prophet (PBUH) to the present era, numerous books have been written and compiled for the preservation of Hadith and Sunnah. Shaykhul Hadith Abdul Ghani Maqdisi (R.A.) is one of those authors who is remembered in the history of Islamic knowledge. He spent his entire life in pursuit of knowledge of Hadith literature. His compiled book, "Umadatul Ahkam," is an invaluable addition to the Hadith literature. This book has gained enormous popularity all over the Muslim world among Muslim scholars. In this article, an attempt has been made to present a scholarly review of Shaykh Abdul Ghani Maqdisi's notable achievement in the compilation of 'Umdatul Ahkam', followed by a discussion on his illustrious biography.]*

ভূমিকা

হাদিস ইসলামি শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। মুসলিম জীবনে রাসূল (সা.) এর সুন্নাহকে যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। কুরআন যেমন মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নবি করিম (সা.) এর রেখে যাওয়া সুন্নাহ তথা হাদিসের অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক। কুরআনের মতো হাদিসও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি। দুই প্রকার ওহিকে আল্লাহ তা'আলা দু'ভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছেন। কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা মহানবি (সা.) এর জীবদ্দশায় লিখিত ও হিফযের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন। আর হাদিসকে মুহাদ্দিসগণের অপরিসীম ত্যাগের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন। উম্মাহর একদল মহান আলিম জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন হাদিস সংরক্ষণের জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত হাদিস ও সুন্নাহ সংরক্ষণের জন্য অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র হাদিস গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করে যারা ইসলামি জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন, শায়খুল হাদিস আবদুল গনি মাকদিসি (রহ.) তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর পুরোটা জীবনই কেটেছে ইলমে হাদিস ও রিজাল শাস্ত্র চর্চা করার মাধ্যমে। তাঁর সংকলিত "উমদাতুল আহকাম" গ্রন্থটি হাদিস শাস্ত্রে এক অমূল্য সংযোজন। যুগে যুগে মুহাদ্দিসগণ হাদিস শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং গ্রন্থ রচনা করে শাস্ত্রটিকে পূর্ণাঙ্গতা দান করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। কিন্তু শুধু ইসলামি বিধি-বিধান সম্বলিত হাদিসসমূহ সংকলনের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের প্রচেষ্টা খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। যে সকল মুহাদ্দিস শুধু বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদিসসমূহ একত্রিত করে কিতাব রচনা করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন আল্লামা আবদুল গনি মাকদিসি তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজন। তবে তাঁর জীবন ও ইলমে হাদিসে বিশেষ অবদানের ব্যাপারে বাংলাভাষায় তেমন কোন গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না। তাই এ প্রবন্ধে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে হাদিস শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অবদান "উমদাতুল আহকাম" গ্রন্থটির রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনামূলক পদ্ধতিতে (*Descriptive, analytical and review method*) রচিত হয়েছে।

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

সাহিত্য পর্যালোচনা

ইমাম আবদুল গনি আল মাকদিসি এবং তাঁর উমদাতুল আহকাম গ্রন্থের উপর বিভিন্ন ভাষায় নিম্নোক্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে:

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবদুল হাদি আদ দামিস্কী সালিহী (রহ.), *তাবাকাতু উলামাইল হাদিস*, *বৈরুত:* মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ খ্রি.

হাফিয ইবন রজব হাম্বালী, *আয যায়লু আলা তাবাকাতিল হানাবিলাহ*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল উবায়কান, ১৪২৫ হি.

যাকিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল আজীম ইবন আবদুল কাভী আল মুনযিরী, *তাকমিলাতুল ওফিয়াত আন নুকলা*, বৈরুতঃ মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৪ খ্রি.

ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন উছমান আয যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, বৈরুতঃ মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৪ খ্রি.

ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত *উমদাতুল আহকাম*, ঢাকাঃ সবুজপত্র প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.

এসব গ্রন্থ ছাড়াও ইয়াজলিন বিন ইয়াজিদ রচিত "*HURAIAN RINGKAS HADIS-HADIS PILIHAN DARIPADA KITAB UMDATUL AHKAM* শীর্ষক প্রবন্ধটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মালয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রবন্ধটিতে উমদাতুল আহকাম গ্রন্থের নির্বাচিত কিছু হাদিসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia থেকে প্রকাশিত।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলো থেকে এই প্রবন্ধে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব গ্রন্থে উমদাতুল আহকাম গ্রন্থের লেখক এবং তাঁর রচিত গ্রন্থের উপর আলোকপাত করা হলেও উমদাতুল আহকাম কেন্দ্রিক বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়নি। বিশেষত গ্রন্থটি রচনায় ইমাম মাকদিসির অনুসৃত রচনাশৈলী এবং গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া এ বিষয়ে বাংলায় কোনো গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে বলে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। উপর্যুক্ত বিষয়সমুহ বিবেচনায় রেখে এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ইমাম মাকদিসির নাম ও বংশ পরিচয়

শায়খ হাফিয আবদুল গনি মাকদিসির পূর্ণ নাম হলো তাকিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ আবদুল গনি ইবন আবদুল ওয়াহিদ ইবন আলি ইবন সুরুর ইবন রফি ইবন হাসান ইবন জা'ফার আল জাম্বাইলি আদ-দামিশকি আল হাম্বালি (রহ.)। তাকিউদ্দীন তাঁর উপাধি। জাম্বাইল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করায় তাঁকে জাম্বাইলি এবং দামেশকে জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটানোর কারণে দামিশকি বলা হতো।[১] তিনি ছিলেন একাধারে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদ, রিজাল শাস্ত্রবিদ, ফকিহ, মুজতাহিদ, আবিদ, মুজাহিদ, সুলেখক এবং ওয়ায়িজ। তাঁর পিতা শায়খ আবদুল ওয়াহিদ ইবন আলি ছিলেন তৎকালীন যুগে স্বনামধন্য একজন আলিমে দ্বীন, ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তিনিই সর্বপ্রথম জাম্বাইল থেকে পরিবার পরিজনসহ ৫৫০ হিজরিতে দামিশকে গমন করেন। শায়খ আবদুল গনি (রহ.) এর ছোট ভাই শায়খ ইব্রাহিম ইবন আবদুল ওয়াহিদ ইমাদুদ্দিন (রহ.) ও ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস ও ফিকহে হাম্বালির ব্যাখ্যাকার। তাঁর অন্য এক ভাই আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহিদ ছিলেন কুরআনের একজন প্রসিদ্ধ ক্বারী। এছাড়া তার অন্যান্য ভাই বোনেরা যেমন উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহিদ, তাকিয়্যাহ বিনতে আবদুল ওয়াহিদ, যায়নাহ বিনতে আবদুল ওয়াহিদ এবং রাহমান বিনতে আবদুল ওয়াহিদ সকলেই ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস।[২]

শায়খ মাকদিসি (রহ.) এর মাতার নাম সায়িদাহ বিনতে মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ (রহ.)। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ এবং আল-মুগনি গ্রন্থ প্রণেতার পিতা শায়খ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ মাকদিসি (রহ.) এর বোন। আরেক বিশ্ব বিখ্যাত পন্ডিত, মুহাদ্দিস, ফকিহ, আলিম হাফিয যিয়াউদ্দিন মাকদিসি (রহ.) (মৃ. ৬৪৩ হি.) ছিলেন শায়খের ভাতিজা।[৩]

জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষালাভ

এই মহান মুহাদ্দিস মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম পবিত্র ভূমি, অনেক নবি রাসূলের আবাসস্থল ফিলিস্তিনের অন্যতম বিখ্যাত শহর নাবলূসের পাহাড়ী গ্রাম জাম্বাইল নামক স্থানে হিজরি ৫৪১ সনের রবিউস সানি মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তবে ইবন আল মুনযিরি (রহ.) ৫৪৪ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসের চার তারিখ তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] এই জাম্বাইল নামক পাহাড়ী এলাকাটি "বায়তুল মাকদাস" মসজিদ থেকে একদিনের পথের দূরত্ব। এই গ্রামে প্রসিদ্ধ দু'জন আলিম এর জন্মভূমি। একজন ইমাম আবদুল গনি মাকদিসি এবং অন্যজন হাম্বলি মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও লেখক শায়খ ইবন কুদামাহ মাকদিসি (রহ.) (মৃ.৬২০ হি.)। তিনি ফিকহে হাম্বলির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ '*আল মুগনি*' এর রচয়িতা। এটি ২০ খণ্ডে রচিত।[৬]

শায়খ আবদুল গনির পিতা আবদুল ওয়াহিদ ইবন আলি ৫৫০ হিজরি সনে মাতৃভূমি জাম্বাইল থেকে তৎকালীন শামের দামেস্ক নগরীতে হিজরত করেন।

তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ক্রুসেড যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অসংখ্য পরিবার ফিলিস্তিন কিংবা বায়তুল মাকদাস থেকে হিজরত করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। এমন নাজুক পরিবেশে শায়খের পিতা পরিবার-পরিজন নিয়ে পাশ্ববর্তী দেশ সিরিয়া চলে আসেন। নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য তৎকালীন সিরিয়ার দামেস্ক নগরীর বেশ সুনাম সুখ্যাতি ছিল। শায়খ আবদুল গনি বাল্য বয়সেই দামেস্কে থাকাকালীন স্থানীয় প্রসিদ্ধ আলিমগণের নিকট থেকে ইলম অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। কেননা দামেস্ক ছিল ইলমের মারকায বা কেন্দ্রভূমি। শায়খ দামেস্ক নগরীর বিখ্যাত কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে বেড়ে উঠেন। এই এলাকাটি তৎকালীন যুগে হাম্বালি আলিমগণের আবাসভূমি হিসেবে সুপরিচিত ছিল। যার ফলে এখানেই তিনি হাম্বালি মাযহাবের বিখ্যাত শায়খদের সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পান। "মাদরাসায়ে উমুবিয়্যাহ" কাসিয়ুন এলাকায় অবস্থিত। এখানেই তিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান অর্জনের জন্য গমন করেন। দামেস্কে তিনি যে সকল আলিমের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন, তাদের মধ্যে শায়খ আবুল মাকারিক ইবন হিলাল রেহা (রহ.), সুলায়মান ইবন আলি আর রাহবি (রহ.), আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন হামযাহ আল কুরাশী (রহ.) ও আবু মাআলী ইবন সাবির (রহ.) প্রমুখ ।

প্রাথমিকভাবে তিনি কুরআন হিফয, হাদিসের মৌলিক শিক্ষা, ফিকহ এবং আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা লাভের পর সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় সফর করেন। দামেস্কের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ শায়খ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন কুদামাহ আল মাকদিসি (রহ.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন।[৭]

ইলম অর্জনের জন্য সফর

শায়খ আল মাকাদিসি (রহ.) ইলম হাসিলের জন্য বিভিন্ন শহরে, দেশে সফর করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি মাতৃভূমি জাম্বাইল থেকে দামেস্ক নগরীর কাসিয়ুন এলাকায় আসেন। অতঃপর খালাত ভাই মুওয়াফফিক এর সাথে হিজরি ৫৬১ সনে বাগদাদে সর্বপ্রথম গমন করেন। তারা দু'জন একসাথে ইলমের জন্য দূরদূরান্তে সফর করেছেন এবং বিদ্যা অর্জনে একে অপরের সঙ্গী ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তারা উভয়ই ছিলেন যুবক। তারা বাগদাদে চার বছর অবস্থান করেছেন। সেখানেই সর্বপ্রথম বিখ্যাত হাম্বালি ফকিহ ও সুফি শায়খ আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) এর নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। এখানে তিনি হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি

অর্জন করেন। শায়খ আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) এর ইন্তিকালের পরে তারা শায়খ আলী ইবন মান্নাঈ (রহ.) এর নিকট ফিকহ ও মতভেদপূর্ণ মাসআলাহ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর তারা হিজরি ৫৬৩ সনে ইসকানদারিয়াতে শায়খ আবু তাহির আস-সিলাফি (রহ.) এর নিকট গমন করেন। হিজরি ৫৬৬ সালে শায়খ মাকদিসি আবারও দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করেন।[৮]

কিছুদিন পরে তিনি মিশর ও ইসকানদারিয়ায় গমন করেন। সেখানে তিনি জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয আবু তাহির সিলাফির (রহ.) নিকট পুনরায় অবস্থান করেন। হিজরি ৫৭০ সালে আবু তাহির সিলাফির ইন্তিকাল হলে তিনি ইরানের প্রসিদ্ধ নগরী ইসপাহানে গমন করেন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। অতঃপর ইসপাহান থেকে তিনি মিশরে গমন করেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মদ ইবন রাবীঈ আন-নাহবী (রহ.) থেকে হাদিস ও অন্যান্য বিদ্যা লাভ করেন। এর পর তিনি ইরানের আরেক বিখ্যাত নগরী হামাদানে আসেন। এখানে তিনি শায়খ আব্দুর রাজ্জাক ইবন ইসমাঈল আল কুওমিসাঈ (রহ.) এবং হাফিয আবুল আলা (রহ.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন। সেখান থেকে পুনরায় ইসপাহানে শায়খ আবু মূসা আল মাদিনী (রহ.) এবং আবু সাদ আস সায়িগ (রহ.) এর নিকট হাদিসে দরস নেন। এখান থেকে ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় শহর মাওসুলে সফর করেন এবং সেখানকার প্রখ্যাত খতিব ও মুহাদ্দিস আবুল ফাদল আত-তূসী (রহ.) এর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং বিদ্যা অর্জন করেন। এখান থেকে পুনরায় দামেস্ক নগরীতে ফিরে আসেন।[৯] এইভাবে তিনি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ, নগর, বন্দর, স্থানে বিচরণ করতে থাকেন এবং ইলমে হাদিসে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর তিনি দামেস্ক, ইসকানদারিয়াহ, বায়তুল মুকাদ্দাস, মিশর, বাগদাদ, দিময়াত, হাররান, ইসপাাহান, হামাদান, মাওসুল প্রভৃতি দেশ ও শহর সফর করেন। অবশেষে শেষ বয়সে ইসপাহানে গমন করেন এবং আমৃত্যু সেখানেই অবস্থান করেন।[১০]

তাঁর শিক্ষকবৃন্দ

শায়খ মাকদিসি ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য দামেস্ক, মাওসিল, বাগদাদ, হামাদান, ইসপাহান, মিশর, ইসকানদারিয়াহ প্রভৃতি নগরে সফর করেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস, ও ফকিহগণের থেকে ইলম অর্জন করেন।[১১] তাঁর

অসংখ্য শিক্ষকগণের থেকে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম হলো: শায়খ আবদুল কাদির জিলানি রহ. (মৃ. ৫৬১ হি.), আবুল মা'আলী আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান ইবন সাবির (মৃ. ৫৭৬ হি.), আবুল কাসিম ইয়াহইয়া ইবন ছাবিত ইবন বুনদার রহ. (মৃ. ৫৬৬ হি.), আবু যুরয়াহ ত্বাহির ইবন মুহাম্মদ আল মাকদিসি (মৃ. ৫৬৬ হি.), আবু মূসা মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মাদিনী (রহ.), আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আলী আর রাহবী (রহ.) ও হাফিয আবু তাহির আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইসবাহানি (রহ.) প্রমুখ। [১২]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

শায়খ আবদুল গনি (রহ.) আমৃত্যু বিভিন্ন মাদরাসায় এবং মসজিদে হাদিস, উসুলে হাদিস, রিজাল শাস্ত্র ও ফিকহের দারস প্রদান করেছেন। তাছাড়া তিনি প্রতি জুমু'আর দিন ও বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াজ করতেন। এসব মাজলিস থেকে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্য থেকে যারা পরবর্তীতে বিশ্ববিখ্যাত আলিম হয়েছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম হলো- শায়খ মুওয়াফফিক উদ্দীন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন কুদামাহ (রহ.), ইযযুদ্দীন আবুল ফাতহ মুহাম্মদ (রহ.), হাফিয আবু মূসা আবদুল্লাহ জামালুদ্দীন, ফকিহ আবু সুলায়মান আব্দুর রাহমান (রহ.), খতিব সুলায়মান ইবন রাহমাহ আল আসয়ারদিঈ (রহ.), হাফিয যিয়াউদ্দীন মাকদিসি (রহ.), আবদুল কাদির আর রুহাবী (রহ.), ইয়াশ ইবন রায়হান ফকিহ (রহ.) ও আহমাদ ইবন আবুল খায়র সালামাহ আল হাদ্দাদ (রহ.) প্রমুখ।[১৩]

পারিবারিক জীবন

হাফিয আবদুল গনি মাকদিসি (রহ.) তার শ্রদ্ধাভাজন মামা শায়খ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ এর মেয়ে রাবিয়াহ কে বিবাহ করেন। তাদের ঘরে তিন ছেলে ও এক কন্যা সন্তান ছিলেন। তারা হলেন- মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ, আব্দুর রাহমান এবং ফাতিমাহ।[১৪]

রচিত গ্রন্থাবলি

হাফিয আবদুল গনি মাকদিসি (রহ.) ইলমে হাদিস, রিজাল শাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। তিনি মোট ৫৬টি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায়। এসব গ্রন্থের মধ্যে কোনটি প্রকাশিত কিংবা কোনটি পান্ডুলিপি হিসেবে বিভিন্ন মাকতাবাতে সংরক্ষিত আছে। তাঁর যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ: [১৫]

(১) আল মিসবাহু ফি উয়ুনিল আহাদিস সিহাহ (المصباح في عيون الاحاديث الصحاح): এটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম এর পর্যালোচনামূলক ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এটি সনদসহ ৪৮ খণ্ডে প্রকাশিত।

(২) আল কামাল ফি মারিফাতি রিজালিল কুতুবিস সিত্তাহ (الكمال في معرفة رجال الكتب الستة) এটি মূলত রিজাল সংক্রান্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থে উল্লিখিত হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থটিতে। পরবর্তীতে রিজাল শাস্ত্রের উপর অসংখ্য কিতাব রচিত হলেও রিজালশাস্ত্রবিদগণ এই গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল।

(৩) কিতাব ইউওয়াকিত (اليواقيت) : এটি এক খণ্ডে রচিত।

(৪) তুহফাতুল ত্বলিবীন ফিল জিহাদি ওয়াল মুজাহিদিন (تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين): এক খণ্ডে রচিত।

(৫) ফাদায়িল খায়রুল বারিয়্যাহ (فضائل خير البرية) এটি চার খণ্ডে প্রকাশিত। এই গ্রন্থটির পূর্ণ নাম আছারুল মারদিয়্যাহ ফি ফাদায়িলি খায়রিল বারিয়্যা।

(৬) তাবইনুল ইসাবাহ লি আওহাম (تبيين الاصابة لاوهام) : আবু নুয়াইম ইসপাহানি (রহ.) এর সংকলিত "মারিফাতুস সাহাবা" গ্রন্থের সংশোধিত গ্রন্থ এটি। রাসূল (সা.) এর সাহাবিগণের জীবনীভিত্তিক এ গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত ।

(৭) কিতাবুত তাহাজ্জুদ (كتاب التهجد) : দুই খণ্ডে প্রকাশিত। এই গ্রন্থটিতে লেখক তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। সেইসাথে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

(৮) কিতাবুল ফারাজ (كتاب الفرج): এটি দুই খণ্ডে রচিত।

(৯) আস সালাতু ইলাল আমওয়াত (الصلاة الي الاموات) : দুই খণ্ডে রচিত।

(১০) কিতাবুস সিফাত (كتاب الصفات): দুই খণ্ডে বিভক্ত। এটিতে আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামের বর্ণনা ও ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

(১১) মিহনাতু আল-ইমাম আহমাদ (محنة الامام احمد): ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) কে নিয়ে রচিত গ্রন্থ এটি। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

(১২) যাম্মুর রিয়া (ذم الرياء): রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদত ও ইবাদতকারীর পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থটিতে।

(১৩) যাম্মুল গিবাহ (ذم الغيبة): গীবতের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে একখণ্ডে রচিত ।

(১৪) আত তারগিবু ফিদ দু'আ (الترغيب في الدعاء) : দু'আ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ এটি।

(১৫) ফাদায়েলে মাক্কাহ (فضائل مكة) : চার খণ্ডে রচিত পবিত্র মক্কা নগরীর ফযিলত ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ।

(১৬) আল আমরু বিল মা'রুফ (الأمر بالمعروف) : সৎ কাজের আদেশের গুরুত্ব বিষয়ক এক খণ্ডে রচিত কিতাব।

(১৭) ফাদলু রমাদান (فضل رمضان)

(১৮) ফাদলুস সাদাকাহ (فضل الصدقة)

(১৯) ফাদলু আশারা যিল হিজ্জাহ (فضل عشر ذي الحجة)

(২০) ফাদলুল হাজ্জ (فضل الحج)

(২১) ফাদলু রাজব (فضل رجب)

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ রমাদান, সাদাকাহ, যুল হাজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের গুরুত্ব ও মর্যাদা, হজ্জের ফযিলত, মর্যাদা, গুরুত্ব এবং রজব মাসের ফযিলত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থই এক খণ্ডে রচিত।

(২২) ওফাতুন নবি (সা.) (وفاة النبي صلي الله عليه وسلم) : নবী (সা.) এর ইন্তিকাল পূর্ববর্তী এবং ইন্তিকালের সময়ের ঘটনা তুলে ধরতে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

(২৩) আকসামুল্লাতি আকসামা বিহান নবি (সা.) (الاقسام التي اقسم بها النبي صلي الله عليه وسلم)

(২৪) কিতাবু আরবাঈন (كتاب الاربعين) : চল্লিশটি হাদিস সংকলন এবং এর ব্যাখ্যা করেছেন তিনি এই গ্রন্থটিতে। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এই গ্রন্থটিতে মাত্র একটি সনদ রয়েছে।

(২৫) আরবাঈনা মিন কালামি রাব্বিল আলামিন (أربعين من كلام رب العلمين): মহান আল্লাহর চল্লিশটি বাণী সংকলিত হয়েছে এই কিতাবে।

(২৬) কিতাবুল আরবাঈন (كتاب الاربعين) : চল্লিশ হাদিস সংক্রান্ত আরেকটি গ্রন্থ। এটি পূর্বের গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র।

(২৭) কিতাবুল আরবাঈন (كتاب الاربعين) : এটিও পূর্বে উল্লিখিত কিতাবদ্বয় থেকে ভিন্ন গ্রন্থ।

(২৮) ইতিকাতুস শাফিঈ (রহ.) (اعتقاد الشافعي) : ইমাম আশ শাফিঈ (রহ.) এর আকিদা ও বিশ্বাস নিয়ে রচিত গ্রন্থ এটি।

(২৯) কিতাবুল হিকায়াত (كتاب الحكايات) : এটি সাত খণ্ডে রচিত গ্রন্থ।

(৩০) তাহকীকু মুশকিলিল আলফায (تحقيق مشكل الألفاظ): দুই খণ্ডে রচিত।

(৩১) আদইয়াতুস সাহিহাহ (الادعية الصحيحة): সহিহ হাদিসের বর্ণিত দুয়াসমূহের সংকলন এটি।

(৩২) যিকরুল কুবুর (ذكر القبور): কবরের বর্ণনা সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ দিয়ে রচিত এই কিতাব।

(৩৩) মানকিবুস সাহাবা (مناقب الصحابة): সাহাবায়ে কেরামদের ফযিলত মর্যাদা সংশ্লিষ্ট একটি উত্তম গ্রন্থ।

(৩৪) আল জামিউ বি আসানিদ (الحميع بأسانيد)

(৩৫) আহকামুল কুবরাহ (احكام الكبري)

(৩৬) আহকামুল সুগরাহ (احكام الصغري)

(৩৭) দুরারুল আছার (درر الأثر)

(৩৮) আস সিরাহ (السيرة): রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সিরাহ সংশ্লিষ্ট এটি অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ ।

(৩৯) উমদাতুল আহকাম (عمدة الاحكام): এটিই তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। এটি মূলত সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম এর আহকাম তথা শরীয়তের বিধি বিধান সংশ্লিষ্ট হাদিসের সংকলন।

তাঁর অপ্রকাশিত কিছু গ্রন্থের নাম নিম্নরূপ: [১৬]

(১) নিহায়াতুল মুরাদ মিন কালামি খায়ারিল ইবাদ (نهاية المراد من كلام خير العباد) : এটি হাদিস বিষয়ক সুনান গ্রন্থ। তবে এটি অদ্যাবদি প্রকাশিত হয়নি।

(২) আর রাওদা (الروضة) : ইবন রজব (রহ.) এর মতে এটি ৪টি খণ্ডে রচিত।
(৩) আল জামিউস সগীর ফিল আহকাম (الجامع الصغير في الاحكام): এটি এখনো প্রকাশিত হয়নি।
(৪) আল আহাদিসু ওয়াল হিকায়াত (الاحاديث والحكايات) : হুকুম আহকাম ও বিধি বিধান সংশ্লিষ্ট হাদিস গ্রন্থের সংকলন। এটি একশত জুয বিশিষ্ট।
(৫) মানাকিবু উমর ইবন আব্দিল আযীয (مناقب عمربن عبد العزيز) : উমাইয়া খলিফা উমর ইবন আবদুল আযীয (রহ.) এর জীবন চরিত নিয়ে চমৎকার একটি গ্রন্থ। এটি একাধিক খণ্ডে বিভক্ত।

তাঁর ব্যক্তিত্ব

শায়খ আল মাকদিসি (রহ.) ছিলেন তৎকালীন যুগে আলিমগণের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি একাধারে বিদগ্ধ আলিম, হাফিযুল হাদিস, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুজতাহিদ, হাম্বালি মাযহাবের গবেষক, মুজাহিদ এবং আবিদ। রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ পালনে তিনি ছিলেন সর্বাধিক অনুকরণীয়। তার প্রিয় ছাত্র শায়খ যিয়াউদ্দীন মাকদিসি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে হাফিয আবদুল গনি (রহ.) অপেক্ষা আর কাউকে জানি না"।[১৭]

আমাম মাকদিসির ব্যক্তিত্ব ছিলো রাজা-বাদশাহর মতো। এ বিষয়ে মাহমুদ ইবন সালামাহ আর হাররানী (রহ.) বলেন, ইসপাহানে থাকাকালীন আবদুল গনি (রহ.) যখন লোক সমাগমে আসতেন, লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে থাকতো। অথচ তিনি কোনো রাজা বাদশা কিংবা শাসনকর্তা ছিলেন না। কিন্তু লোকেরা তাকে শাসকদের মতোই ভয় পেত ও সম্মান করতো।[১৮]

তাঁর ইবাদত-বন্দেগি ও সময়ানুবর্তিতা

তিনি সময়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এক মুহূর্ত অযথা সময় অপচয় করতেন না। দিন রাত অধিকাংশ সময় ইবাদত এবং গ্রন্থ রচনা কিংবা হাদিসের দারস প্রদানে ব্যস্ত থাকতেন। ইবাদত, কুরআন তেলাওয়াত, দীনের পথে জিহাদ কিংবা অধ্যয়ন, শিক্ষাদান, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান বহুবিধ কল্যাণকর কাজে সর্বদা রত থাকতেন। তার ইবাদত ও সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা হানাফি আলিম শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "কিমাতুস যামান ইনদাল উলামা" গ্রন্থে লিখেন–

তার ছাত্র যিয়াউদ্দিন মাকদিসি বলেন, তিনি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতেন না। ফজরের নামাজের পর কুরআন শিক্ষা দিতেন। কখনো কখনো হাদিসের দারসও প্রদান করতেন। এরপর ওজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। সূরা ফাতিহা এবং সূরা ফালাক ও নাস দিয়ে যুহরের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় তিনশ' রাকাত নামায পড়তেন। এরপর অল্প সময় ঘুমাতেন। যুহরের পর হাদিস শ্রবণ, লেখা-লেখি ও অনুলিপি তৈরিতে ব্যস্ত থাকতেন। এ কাজ চলতো মাগরিব পর্যন্ত। এরপর রোযা রেখে থাকলে ইফতার করতেন। এশার পর থেকে অর্ধরাত বা এর কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত ঘুমাতেন। এরপর একটু পরপর ওজু করে নামাযে দাঁড়াতেন। কোনো কোনো দিন এ সময়ের ভিতরে আটবার পর্যন্ত ওজু করতেন। আর বলতেন, ওজুর পানিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতক্ষণ আর্দ্র থাকে ততক্ষণ আমার ভালো লাগে। এরপর ফজরের পূর্বে অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। এটাই ছিল তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস।[১৯]

ওফাত ও দাফন

তিনি শেষ বয়সে মিশর আসেন এবং এখানেই ১২০৩ খ্রি. মোতাবেক ৬০০ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসের ২৩ তারিখ সোমবার ইন্তিকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র ৫৯ বছর। কায়রোর উপকণ্ঠে কুরাফাহ নামক স্থানে শায়খ আবু আমর ইবন মারযুক (রহ.) এর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। [২০]

উমদাতুল আহকাম সংকলনের প্রেক্ষাপট

ইমাম আবদুল গনি আল মাকদিসি নিজেই উমদাতুল আহকাম গ্রন্থ সংকলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'আমার কিছু বন্ধু ও ভাই আমার কাছে তাদের আবদার পেশ করলেন, আমি যেন তাদের জন্য বিধি বিধান সম্বলিত এবং মুত্তাফাক আলাই হাদিসসমূহ সংক্ষেপে একত্র করে দেই। তাদের সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি এ গ্রন্থখানি সংকলন করি। আর এ দ্বারা আমি উপকৃত হওয়ার আশা করছি।'[২১]

আল্লামা মাকদিসির "উমদাতুল আহকাম" গ্রন্থের নামকরণ ও সার্থকতা

শায়খ আবদুল গনি আল মাকদিসি (রহ.) উক্ত গ্রন্থের নাম দিয়েছেন উমদাতুল আহকাম মিন কালামি খায়রিল আনাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه و سلم)। সংক্ষেপে উমদাতুল আহকাম নামেই গ্রন্থটি সুপরিচিত। عمدة শব্দ এর অর্থ খুঁটি, ঠেকনা, ভর, যার উপর ভরা করা হয়, অবলম্বন, সারকথা, অনুষদ ইত্যাদি।[২২] আর আল আহকাম الأحكام অর্থ বিধানমালা, বিধাসমূহ, বিধি-বিধান।[২৩] সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় সৃষ্টি জগতের সেরা মানব মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ থেকে উৎসারিত বিধানসমূহের সারকথা।

احكام শব্দটি বহুবচন। একবচনে حكم অর্থ রায়, ফরমান। আহকাম বলতে কোনো বিষয়ে সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান ও নিয়মাবলিকেই বুঝায়।[২৪] এখানে আহকাম শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, রাসূল (সা.) এর অসংখ্য হাদিসের মধ্যে বিধি-বিধান সম্পর্কিত যত হাদিস রয়েছে, সেগুলোর সারনির্যাস। উমদাতুল আহকাম গ্রন্থটি আহকাম সংক্রান্ত হাদিস এর সংকলন। ফলে নামকরণ যথাযথ ও সার্থক হয়েছে।

'উমদাতুল আহকাম' গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ

উমদাতুল আহকাম একটি জগদ্বিখ্যাত হাদিস সংকলন। বিভিন্ন সময়ে মুহাদ্দিসগণ এ গ্রন্থের প্রায় ৫০ টি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর কোনোটি প্রকাশিত আর কোনোটি অপ্রকাশিত। সেসব ব্যাখ্যাগ্রন্থের কোনোটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের ব্যাখ্যা আবার কোনোটি গ্রন্থের জটিল শব্দাবলির ব্যাখ্যা। সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির নাম নিম্নরূপ: [২৫]

১. সর্বপ্রথম إحكام الأحكام فى شرح عمدة الأحكام (ইহকামুল আহকাম ফি শরহি উমদাতিল আহকাম) নামে এ গ্রন্থটির ব্যাখ্যা লিখেন ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ (মৃ. ৭০২ হি.)।

২. ইবনুল আত্তার (মৃ. ৭২৪ হি.) প্রণীত ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম আল উদ্দাহ ফী শারহিল উমদাহ লি উমদাতিল আহকাম [العد في شرح العمدة لا لعمدة الأحكام]

৩. উমর ইবন আলি ইবন সালিম (রহ.) (যিনি তাজুদ্দীন ফাকিহানি নামে পরিচিত) [মৃত্যু ৭২৪ হি.] রচিত রিয়াদুল আফহাম শারহু উমদাতিল আহকাম [رياض الافهام شرح عمدة الاحكام]

৪. ইবনুল মুলাক্বিন (মৃ. ৮০৪) রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (আল-ই'লাম বি ফাওয়াইদি উমদাতুল আহকাম)।

৫. শামসুদ্দীন আস সাফারীনী (রহ.) [মৃত্যু ১১৮৮ হি.] রচিত কাশফুল লিসাম শারহু উমদাতিল আহকাম [كشف اللثام شرح عمدة الاحكام]

৬. শায়খ ফয়সাল ইবন আবদুল আযীয আল মুবারক [মৃত্যু ১৩৭৬ হি.] খুলাসাতুল কালাম শারহু উমদাতিল আহকাম [خلاصة الكلام شرح عمدة الاحكام]

৭. শায়খ আবদুল আযীয ইবন বায (মৃ. ১৪২০) রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ الافهام في شرح عمدة الاحكام (আল ইফহাম ফি শারহি উমদাতিল আহকাম)।

৮. শায়খ মুহাম্মদ ইবন সালিহ আল উসাইমিন (রহ.) (মৃ. ১৪২০) রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام (তাম্বিহুল আফহাম শারহি উমদাতুল আহকাম)।

৯. শায়খ আবদুল্লাহ ইবন বাসসাম আল বাসসাম [মৃত্যু ১৪২৩ হি.] তাইসীরুল আ'লাম বি-শারহি উমদাতিল আহকাম [تيسر الاعلام بشرح عمدة الاحكام]

এছাড়া বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ দু'টি। তা হলো শায়খ উছাইমীন (রহ.) এর কর্তৃক ব্যাখ্যাগ্রন্থ *তাম্বীহুল আফহাম বি-শারহি উমদাতিল আহকাম*। অনুবাদক শায়খ মোস্তাফিজুর রহমান ইব্ন আবদুল আজিজ আল মাদানী (ঢাকা : তাওহিদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি.)।

দ্বিতীয়টি হলো ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাকৃত- '*সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম থেকে গৃহীত বিধিবিধান সম্বলিত হাদিসের অনন্য সংকলন 'উমদাতুল আহকাম* (ঢাকা: সবুজপত্র পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.) ।

উমদাতুল আহকাম গ্রন্থের প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা

ইমাম মাকদিসি কর্তৃক সংকলিত এ গ্রন্থটি একটি সর্বজন স্বীকৃত প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাব। ইসলামি শরী'আতের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রেখে যাওয়া সুন্নাহসমূহ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। সাধারণত অন্যান্য মৌলিক হাদিস গ্রন্থসমূহে সব শ্রেণিভুক্ত হাদিস লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু আহকাম নামের সংকলিত হাদিস শাস্ত্রের কিতাবসমূহে মানব জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদিসসমূহ স্থান পেয়েছে। কারণ গ্রন্থকার সহিহাইন তথা ইমাম বুখারি (রহ.) সংকলিত সহিহ

বুখারি এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত সহিহ মুসলিম থেকে যাচাই-বাছাই করে মানব জীবনে বিধি-বিধান সম্বলিত হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বীনি ইলম শিখতে আগ্রহী অনেক শিক্ষার্থী কুরআনের পরেই "উমদাতুল আহকাম" গ্রন্থটি মুখস্থ করেন। গ্রন্থাকারের পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণের অনেকের ইলমের হাতেখড়ি হয়েছে কুরআন হিফয ও উমদাতুল আহকাম হিফয করার মাধ্যমে। যেমন ৮ম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হাদিস শাস্ত্রের পন্ডিত হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) [৭৭৩-৮৫২ হি.] কুরআন মুখস্থ করার পর মাত্র ১২ (বার) বছর বয়সে উমদাতুল আহকাম গ্রন্থটি মুখস্থ করেন।[২৬]

এই গ্রন্থটির ব্যাপকতা ও গ্রহণযোগ্যতা এত বিস্তৃত যে, আরব বিশ্বে অনেক দেশ যেমন সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, জর্ডান, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, সুদান, নাইজেরিয়া, সেনেগালসহ আফ্রিকার অন্যান্য বহু দেশে যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাদেরকে প্রথমেই এই হাদিসগ্রন্থটি মুখস্থ করানো হয়।[২৭]

উমদাতুল আহকাম গ্রন্থের হাদিস বিন্যাসের পদ্ধতি

উমদাতুল আহকাম গ্রন্থটি দু'টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহিহ আল বুখারি ও সহিহ মুসলিম থেকে যাচাই বাছাই করে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া সহিহাইনের সব হাদিসও গ্রন্থকার চয়ন করেননি। বরং আহকাম সম্বলিত তথা মানব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পর্কৃত সহিহ হাদিসসমূহই কেবল সংকলন করেছেন। এতে তিনি কেবল ঐ সকল হাদিসসমূহ একত্রিত করেছেন, যেসব হাদিসের ব্যাপারে ইমাম বুখারি (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং স্বীয় গ্রন্থদ্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। এসব হাদিসকে বলা হয় মুত্তাফাকুন আলাইহি। আর এতে তিনি ফিকহের ধারাবাহিকতা অনুসারে বাব বা অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদের বিন্যাস করেছেন। যে সব বিষয় মানব জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেসব বিষয় প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে নিয়ে এসেছেন। যেমন প্রথমেই কিতাবুত ত্বহারাত বা পবিত্রতা অধ্যায় নিয়ে এসেছেন এবং অধ্যায়ের শুরুতে নিয়ত সংশ্লিষ্ট হাদিস বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা লেখকের সূক্ষ্ম চিন্তা ও তাৎপর্য হলো সকল কর্মের ফলাফল বা প্রতিদান নিয়ত বা বিশুদ্ধ ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সেই সাথে সকল ইবাদতের

পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। তাই সকল ইবাদতের চাবিকাঠি বিশুদ্ধ নিয়ত ও পবিত্রতা। গ্রন্থটি শেষ হয়েছে দাসমুক্তকরণ বিষয়ক হাদিস দিয়ে।

সনদ সংক্ষিপ্তকরণ

শায়খ মাকদিসি (রহ.) "উমদাতুল আহকাম" গ্রন্থে পূর্ববর্তী হাদিস গ্রন্থের মতো বিস্তারিত সনদ[২৮] পরিহার করে শুধু মতন[২৯] নিয়ে এসেছেন। তবে সনদের ক্ষেত্রে কেবল একটি সনদ তথা সাহাবির নামই নিয়ে এসেছেন। যেমন প্রথম হাদিসের সনদ শুধু এটুকুই বর্ণনা করেছেন-

عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ رَسُوْلُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন...[৩০]

অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে তাবেঈদের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে আল্লামা মাকদিসি তাবেঈদের কথা তুলে ধরেছেন। যেমন ৮ নং হাদিস:

الْحَدِيثُ السَّابِعُ : عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ

'উসমান (রা.) এর আযাদকৃত দাস হুমরান থেকে বর্ণিত, তিনি দেখেছেন, উসমান (রা.) একবার ওজুর পানি আনালেন এরপর পাত্র থেকে তাঁর দু'হাতের উপর পানি ঢালালেন এবং তিনবার ধৌত করলেন। এরপর পাত্রে ডান হাত ঢুকালেন।'[৩১]

একই বিষয়ে একটিমাত্র হাদিসের উল্লেখ

'উমদাতুল আহকাম' গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে ইমাম মাকদিসি একই বিষয়ে একই অর্থে একাধিক হাদিস চয়ন করেননি। তবে কখনও কখনও একটি হাদিসের ভিন্ন ভিন্ন শব্দে একাধিক বর্ণনা থাকলে সেটা তুলে ধরেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ }

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ওজু করে, তখন যেন নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে নেয়। যে কুলুখ নেয়, সে

যেন বেজোড় সংখ্যক নেয়। তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন যেন পাত্রে হাত ঢুকানোর আগে তিনবার হাত ধুয়ে নেয়। কারণ সে জানে না, তার হাত কোথায় রাতে থেকেছে।'

এ হাদিসটি বর্ণনার পর তিনি লিখেছেন,

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ { فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاءِ } وَفِي لَفْظٍ { مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ }.

'ইমাম মুসলিম ভিন্ন শব্দে ' সে যেন নাকের দু'টি ছিদ্রে পানি দেয়' এবং আরেক বর্ণনায় 'যে ওজু করে সে যেন নাকে পানি দেয়' উল্লেখ করেছেন।'[৩২]

সুনান হিসেবে মূল্যায়ন

যে সব হাদিস গ্রন্থে কেবল শরী'আতের বিধি বিধান এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় নিয়ম নীতি ও আদেশ নিষেধ মূলক হাদিসসমূহ একত্রিত করা হয় এবং ফিকহ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সজ্জিত করা হয়, সেসব গ্রন্থকে আস-সুনান (السنن) বলা হয়। যেমন সুনানু আবি দাউদ, সুনানুন নাসাঈ, সুনানু ইব্‌ন মাজাহ, ইত্যাদি।[৩৩]

উল্লিখিত সংজ্ঞানুসারে "উমদাতুল আহকাম" কিতাবটি একটি উত্তম সুনান। কেননা এতে তিনি মানব জীবনের সকল বিধি বিধান নিয়ম নীতি সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ কেবল একত্রিত করেছেন। তবে তিনি অন্যান্য কিতাব থেকে চয়ন করেননি। বরং সহিহাইন থেকে চয়ন করেছেন। এই গ্রন্থে ফিকহের যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, সালাত, সাওম, হজ্ব, যাকাত, সাদাকাহ, ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ম নীতি, ওসীয়ত, ফারায়েজ, তালাক, বিয়ে, কিসাস, হুদুদ, শপথ, মানত, পোশাক পরিচ্ছদ এর নিয়মনীতি, জিহাদ ও এর মূলনীতি ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত বিষয়সমূহ মানবজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক।

হাদিসের সংখ্যা, অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়

আল মাকদিসি (রহ.) এ গ্রন্থে মোট ৪৩০টি হাদিস সংকলন করেছেন। এটি ২০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে একাধিক পরিচ্ছেদ এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদে একাধিক হাদিস রয়েছে। মোট পরিচ্ছেদের সংখ্যা ৬৩টি।

লেখক কিতাবুত ত্বাহারাত (পবিত্রতা অধ্যায়) দিয়ে গ্রন্থ শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন কিতাবুল ইতক (দাস মুক্তির অধ্যায়) দিয়ে।

ইমাম বুখারি সহিহুল বুখারি নিয়্যত সম্পর্কিত হাদিস দিয়ে শুরু করেছেন। আল্লামা মাকদিসিও তাঁর অনুসরণে উমদাতুল আহকামের প্রথম অধ্যায় কিতাবুত তাহারাতের প্রথম হাদিস হিসেবে নিম্নোক্ত নিয়্যতের হাদিস এনেছেন:

انَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ- وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىْ

'নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল আর প্রত্যেকের জন্য তাই আছে, সে যার নিয়্যত করেছে।'[৩৪]

উমদাতুল আহকামের সর্বশেষ হাদিসটি হলো:

بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ - لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ

'রাসুলুল্লাহ (সা.) জানতে পারলেন যে তাঁর একজন সাহাবি তার দাসকে মরণোত্তর আযাদ করেছেন এবং তার এই দাস ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ নেই। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) সেই দাসটিকে আটশত দিরহামে বিক্রয় করে দেন এবং মূল্য সেই সাহাবিকে দিয়ে দেন।'[৩৫]

জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা

ইমাম মাকদিসি (রহ.) হাদিস উল্লেখ করার পর বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত দুর্বোধ্য ও জটিল শব্দের ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। যেমন ১৬ নং হাদিস– আনাস (রা.) হতে বর্ণিত:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِي إِدَاوَة مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَة فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

'রাসুলুল্লাহ (সা.) শৌচাগারে গেলে আমি এবং আমার মতো আরেকজন বালক পানির একটি ইদাওয়াহ (إِدَاوَة) এবং একটি আনাযাহ (عَنَزَة) নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দিয়ে ইসতেনজা করতেন।'[৩৬]

এরপর আনাযাহ এবং ইদাওয়াহ এর ব্যাখ্যা করে ইমাম মাকদিসি লিখেছেন,

العَنَزَةُ- الحَرْبَةُ الصَّغِيْرَةُ وَالأَدَاوَةُ اِنَاءٌ صَغِيْرٌ مِنْ جِلْدٍ

'আনাযাহ হলো ছোট বল্লম এবং ইদাওয়াহ হলো চামড়া নির্মিত ছোট পানির পাত্র।'[৩৭]

অনুরূপ উমদাতুল আহকামের ৩৯৯ নং হাদিস:

عن النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– سُئِلَ عَنْ البِتْعِ– فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

'মহানবি (সা.) কে বিত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, যে পানীয় আসক্তি তৈরি করে, তাই হারাম হবে।'[৩৮]

এরপরই আল্লামা মাকদিসি البتع এর অর্থ লিখেছেন- البِتْعُ– نَبِيْذُ العَسَلِ অর্থাৎ বিত' হলো মধু দিয়ে তৈরি নবিজ।[৩৯]

একই অর্থবোধক ভিন্ন সনদের হাদিসকে সংক্ষেপে উপস্থাপন

'উমদাতুল আহকাম' গ্রন্থের আরেকটি চমৎকার পদ্ধতি হলো, আল্লামা মাকদিসি কখনও কখনও মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস প্রথমে বর্ণনা করেছেন। এরপর যদি ঐ একই হাদিস সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে ভিন্ন শব্দেও থেকে থাকে এবং তা উল্লেখ করা তাৎপর্যপূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে তিনি বুখারি ও মুসলিমের ভিন্ন শব্দগুলোও তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখযোগ্য:

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ

'আলি (রা). থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমার অনেক বেশি মযি নির্গত হতো। কিন্তু এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) কে তাঁর কন্যার কাছে আমার অবস্থানের জন্য বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম। তখন মিকদাদ ইবন আসওয়াদকে বললে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, '[এমন ব্যক্তি] নিজ পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং ওজু করবে।'[৪০]

আল্লামা মাকদিসি এরপরই সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের আলাদা রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন, { وللبخاري اغْسَلَ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَلِمُسْلِمٍ تَوَضَّأْ وَانضَح فَرْجَكَ অর্থাৎ বুখারিতে রয়েছে, 'তোমার লজ্জাস্থান ধৌত কর এবং ওজু করো'। অন্যদিকে মুসলিমে রয়েছে, 'ওজু করো এবং লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দাও।'[৪১]

জাল ও দুর্বল সনদ মুক্ত হাদিসের সংকলন

উমদাতুল আহকাম গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি জাল ও দুর্বল সনদের হাদিস থেকে মুক্ত সহিহ হাদিসের গ্রন্থ। কারণ লেখক এই গ্রন্থে কেবল সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এর হাদিস সংকলন করেছেন। এজন্য এই গ্রন্থে বর্ণিত সকল

হাদিসের উপর একজন পাঠক নিশ্চিন্তে আমল করতে পারেন। আল্লামা মাকদিসি অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ থেকেও আহকাম বিষয়ক সহিহ হাদিস আনতে পারতেন। কিন্তু ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের কঠিন শর্তে উন্নীত সহিহ হাদিস এনেছেন, যাতে মানুষ নিঃসংশয়ে এই হাদিসগুলোর উপর আমল করতে পারেন।

গবেষণার ফলাফল

- উমদাতুল আহকাম গ্রন্থটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের একটি সংকলন। কারণ এ গ্রন্থে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম গ্রন্থের হাদিসই শুধু স্থান পেয়েছে।
- ইমাম মাকদিসি উমদাতুল আহকাম গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততা ও সহজবোধ্যতার নীতি অবলম্বন করেছেন। এর ফলে গ্রন্থটি আয়ত্ত করা যেমন সহজ, তেমনি বিজ্ঞ আলিমের পাশাপাশি জনসাধারণের জন্যও উপযোগী।
- উমদাতুল আহকাম গ্রন্থটিতে হাদিস সংকলন ও বিন্যাসে লেখক নিজস্ব যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা গ্রন্থটিকে অনুরূপ অন্যান্য হাদিস সংকলন গ্রন্থ থেকে স্বকীয়তা দান করেছে।
- উমদাতুল আহকাম গ্রন্থ ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গিতে সংকলিত হওয়ায় এটিকে একটি স্বতন্ত্র সুনান গ্রন্থের মর্যাদায় ভূষিত করা যায়।

উপসংহার

উমদাতুল আহকাম একটি কালজয়ী গ্রন্থ। উমদাতুল আহকামের আগে ও পরে আহকামবিষয়ক কিছু হাদিস গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে। কিন্তু উমদাতুল আহকামের গ্রহণযোগ্যতা এ বিষয়ক অন্য সকল গ্রন্থের ঊর্ধ্বে। এটি যে উমদাতুল আহকামের নিজস্ব কৃতিত্ব তা নয়, বরং সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের খ্যাতিই উমদাতুল আহকামের খ্যাতি। কারণ এ দু'টি বিখ্যাত গ্রন্থই উমদাতুল আহকামের মূল উৎস। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিধি বিধানের মাসয়ালা কেন্দ্রিক হাদিসসমূহ এখানে বিদ্যমান। মহানবি (সা.) এর হাদিসের উপর আমল করে জীবন পরিচালনার জন্য এটি একটি আকর গ্রন্থ। তাই দৈনন্দিন জীবনে উমদাতুল আহকাম চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবদুল হাদি আদ দামিস্কী সালিহী (রহ.), *তাবাকাতু উলামাইল হাদিস* (*বৈরুতঃ* মুয়ায়সসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬), খ. ৪, পৃ. ১৪৭

২ হাফিয ইবন রজব হাম্বালী, *আয যায়লু আলা তাবাকাতিল হানাবিলাহ* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল উবায়কান, ১৪২৫ হি.), খ. ৩, পৃ. ২

৩ প্রাগুক্ত

৪ ইয়াকুত আল হামাভি, *মু'জামুল বুলদান* (বৈরুতঃ দারু ছাদির, ১৯৯৩),খ. ২, পৃ. ১৫৯-১৬০

৫ যাকিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল আজীম ইবন আবদুল কাভী আল মুনযিরী, *তাকমিলাতুল ওফিয়াত আন নুকলা* (বৈরুতঃ মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৪/১৩০৫), খ. ২, পৃ. ১৮

৬ ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন উছমান আয যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা* (বৈরুতঃ মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৪), খ. ২১, পৃ. ৪৪৪

৭ ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত, *উমদাতুল আহকাম* (ঢাকাঃ সবুজপত্র প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২০), পৃ. ৭

৮ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫

৯ হাফিয ইবন রাজব হাম্বালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১০ হাফিয জালালউদ্দীন সুয়ুতী, *হুসনুল যুহাযির ফি তারিখুম মিশরী ওয়া কাহিয়া* (মিশরঃ প্রকাশনী অজ্ঞাত, ১৯৬৭/১৩৮৭ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৫৪

১১ যাকিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল আজীম ইবন আবদুল কাভী আল মুনযিরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৩ শাসুদ্দীন আয যাহাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬

১৪ প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ৪৬৮

১৫ প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ৪৪৬-৪৪৮

১৬ প্রাগুক্ত, খ. ২১

১৭ আয যাহাবি, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ৪৫৬

১৮ প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭

১৯ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, *কিমাতুয যামান ইনদাল উলামা* (বৈরুতঃ তুরাছাতু দারুল বাশার আল ইসলামিয়্যা, ১৯৮৪), পৃ. ১১৫-১১৬

২০ হাফিয জালাল উদ্দীন সুয়ুতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

২১ ইমাম হাফিজ আবদুল গনি আল মাকদিসি, *উমদাতুল আহকাম মিন কালামি খাইরিল আনাম (*দামেস্কঃ দারুস সাকাফা আল আরাবিয়্যা, ১৯৮৮), পৃ. ২৯-৩০

২২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী বাঙলা অভিধান* (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৭১৮

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

২৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পাদিত, ১৯৮৬), খ. ১, পৃ. ১৮১

২৫ ড. আবু বাকর মুহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত *উমদাতুল আহকাম* [অনুবাদ ও ব্যাখ্যা] (ঢাকাঃ সবুজপত্র, প্রকাশনী- প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০২০), পৃ. ৮

২৬ আব্দুস সাত্তার আশ শায়খ সম্পাদিত, *হাফিয ইবন হাজার আসকালনী (রহ.) আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস* (দামেস্কঃ দারুল কলম, ১৯৯৪), পৃ. ৬৯-৭০

২৭ ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২৮ **সনদঃ** হাদিসের মূল বক্তব্য যে সূত্রে ও যে বর্ণনা পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে ইলম হাদিসের পরিভাষায় সনদ বলা হয়। এতে হাদিসের বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদিস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকাঃ ইফাবা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০), পৃ. ৩৪

২৯ **মতনঃ** হাদিসের মূল বক্তব্য ও এর শব্দসমূহকে কে মতন বলে। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদিস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৩০ আবদুল গনি আল মাকদিসি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৩২ আবদুল গনি আল মাকদিসি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৩৭ প্রাগুক্ত।

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

৩৯ প্রাগুক্ত।

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৪১ প্রাগুক্ত।